গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অনুষ্ঠান শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.moca.gov.bd)

বিষয়: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনের করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	কে এম খালিদ, এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	:	২৩ আগস্ট ২০২৩, সকাল ১১.০০টা
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ এবং ভার্চুয়াল
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করতে হবে। সাংস্কৃতিক উৎসবে সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, জাদু প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তিনি বলেন সারাদেশে ৩০০টি উপজেলায় একযোগে সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করতে পারলে সাড়া পড়বে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন যে, দেশব্যাপী উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন। ৩০০টি উপজেলায় একযোগে না করে প্রতি জেলার ০১ টি করে উপজেলা নিয়ে ৬৪টি উপজেলায় একইদিনে অনুষ্ঠান আয়োজন করলে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ করতে সুবিধা হবে মর্মেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, জেলা প্রশাসকগণ এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ যেহেতু সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি তাই এধরণের একটি সাংস্কৃতিক উৎসব সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সম্পৃক্ত করতে হবে। দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনে সভাপতি উপস্থিত সকলের মতামত আহ্বান করেন।

অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বলেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে দেশে যে সকল ঘটনা ঘটেছে সেসকল ঘটনা মাথায় রেখে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনের পরিকল্পনা সাজাতে হবে। তিনি আরও বলেন, অনুষ্ঠানে কি কি থাকবে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে তার একটা কিউরেটিং করতে হবে। ভ্রাম্যমান সাংস্কৃতিক দল অথবা পৃথক শিল্পীগোষ্ঠীর মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি বলেন যে, কিছু বিশেষ বার্তা দেয়ার লক্ষ্যে সবকিছুর সমন্বয়ে একটি মিশ্র অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে। অনুষ্ঠানের ভিডিও ধারণ করে অনলাইনে তা প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি একটি নির্দিষ্ট ফরমেট/ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে। দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করা যেতে পারে মর্মেও তিনি মত ব্যক্ত করেন।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব রাজীব কুমার সরকার বলেন যে, সাংস্কৃতিক উৎসব উপলক্ষ্যে একটি থিম বা স্লোগান নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং এ লক্ষ্যে বিশেষ ধরনের পোষ্টার মুদ্রণ করা যেতে পারে।

০২. সভায় বিস্তারিত আলোচনার শেষে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম
২.১	উপজেলা পর্যায়ে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন গ্রহণের জন্য যত দ্রুত সম্ভব সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে;
২.২	সাংস্কৃতিক উৎসব ১৫-২০ অক্টোবর ২০২৩ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;
২.৩	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, জাদু প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
২.৪	প্রাথমিকভাবে ৬৪টি জেলার ০১টি করে মোট ৬৪ টি উপজেলায় সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলায় সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা হবে;
২.৫	উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আওতাধীন জেলা শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে আয়োজন করতে হবে;
২.৬	সাংস্কৃতিক উৎসবে মানসম্মত শিল্পীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে;
২.৭	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আগামী ০৩ কর্ম দিবসের মধ্যে সাংস্কৃতিক উৎসবের রূপরেখা এবং বাজেট প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;
২.৮	সাংস্কৃতিক উৎসবে স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা রাখতে হবে;
২.৯	সাংস্কৃতিক উৎসবের জন্য একটি স্লোগান নির্ধারণ এবং পোস্টার মুদ্রণ করতে হবে;
২.১০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় নির্ধারিত ফরমেটের অনুষ্ঠান ধারণ করে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
২.১১	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দু'একদিনের মধ্যে সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং সচিব, আইসিটি বিভাগ এর সাথে আলোচনা করে আসন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনে তাঁদের কাছে সহযোগিতার প্রস্তাব প্রেরণ করবেন;
২.১২	সাংস্কৃতিক উৎসবের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
২.১৩	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্পচার মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর সমন্বয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন করতে হবে; এবং
২.১৪	আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদ্‌যাপনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ অনুষ্ঠান আয়োজন করবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের করিডোর এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধান কার্যালয়সমূহে একটি বিশেষ বোর্ড স্থাপন করতে হবে যেখানে কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বার্তা লিপিবদ্ধ করবেন।

০৩. সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করে উপস্থিত এবং অনলাইনে সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯.৮.২৩

কে এম খালিদ, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নং- ৪৩.০০.০০০০.১২৪.১৬.০০৩.২৩. ৫২৬ তারিখ: ১৫ ভাদ্র ১৪৩০ / ৩০ আগস্ট ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা;
৪. মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা;
৫. রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটস, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা;
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা;
৭. মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা;
৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট, বর্ধমান হাউজ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা;
৯. নির্বাহী পরিচালক, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ধানমন্ডি, ঢাকা;
১০. যুগ্মসচিব (সকল), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১১. মহাপরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা;
১২. উপসচিব (সকল), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৩. পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা;
১৪. পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনাগাঁও, নারায়ণগঞ্জ;
১৫. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী সচিব (সকল), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৬. পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা;
১৭. পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান;
১৮. পরিচালক, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার;
১৯. পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি;
২০. উপ-পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি;
২১. উপ-পরিচালক, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী; এবং
২২. উপ-পরিচালক, মনিপুরী ললিতকলা একাডেমি, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য);
২. সচিবের একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৩. সিস্টেম এনালিস্ট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ); এবং
৪. অফিস কপি।

৩০/৮/২০২৩

আইরীন ফারজানা
উপসচিব
ফোন-৫৫১০১১৬৫
ইমেইল: event.section@moca.gov.bd